মধ্যে চাপা উত্তেজনাও সাধারণ ঘটনা ছিল।

• তবে সেই সংঘর্ষ কেবল আর্য বনাম অন্যান্য জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—এমন নয়।

বৈদিক ঐতিহ্য এবং নারী : বৈদিক সমাজে নারীর একটি সম্মানজনক স্থান ছিল—এ কথা আমরা সবাই শুনেছি। এই ধারণার ভিত্তি সম্ভবত প্রাচীন বৈদিক পরম্পরায় মহিলা ঋষির উপস্থিতি এবং সেই সঙ্গে পরবর্তীকালের বৈদিক প্রথায় দার্শনিক আলোচনায় নারীর অংশগ্রহণ। সেইজন্যই যুক্তি দেখানো হয়, প্রাচীনকালে শিক্ষায় নারীর যে অধিকার ছিল এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। আরো যে যুক্তিগুলি উঠে আসে তা হলো সম্ভবত বিয়ের বয়স তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। আর সতী প্রথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এছাড়া খুব সম্ভবত বিধবা বিবাহেরও চল ছিল। আর সবশেষে, আমরা জানতে পারি যে শাস্ত্রানুষ্ঠান করার অধিকারও ছিল নারীদের। বস্তুত, স্ত্রীর উপস্থিতি ছাড়া কোনো যজ্ঞই সম্পূর্ণ হতো না। এই যুক্তিগুলো খুঁটিয়ে দেখা যাক। আর সেইসঙ্গে বিকল্প ছবির সম্ভাবনার দিকটাও একবার দেখে নেওয়া যাক।

প্রথমত, আমরা দেখেছি প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যে মহিলা ঋষির সংখ্যা দুর্ভাগ্যজনকরকমের কম। *ঋগ্বেদে* সংকলিত রচনার মাত্র এক শতাংশ নারীর রচনা। এই সংখ্যা দেখে কখনো বলা যায় না যে, সাধারণভাবে শিক্ষায় মেয়েদের অধিকার ছিল কিংবা বিশেষভাবে পবিত্র ঐতিহ্য রচনা বা সংকলনে তাদের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

গুরুদেব, আপনি আমার বুড়ো আঙুলটাই কেন দক্ষিণা চান ?
যাতে তুমি আর্যদের কখনও বুড়ো আঙুল না দেখাতে পার !
হস্তিনাপুর ৮ যোজন